42

দৈনিক বাংলা

তারিখ 3 1 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কমিটি সরকারের কাছে তাদের সুপারিশমালা পেশ করেছেন। এতে প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে সরকারের প্রশাসনিক দফতরের সংখ্যা ২৫৭ থেকে ২২৪টিতে কমিয়ে আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে বলে কমিটির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির এই সুপারিশমালাকে আমরা খুবই সময়োচিত মনে করি। দীর্ঘদিন ধরেই দেশে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছিল। চলতি কাঠামোয় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা ঢুকে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠছিল। প্রশাসনিক কমিটির রিপোর্টেও যার সমর্থন পাওয়া গেছে। সংস্কার বা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন তাই অনস্বীকার্য। দেশে এখন একটি নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের যাত্রার গোড়াতেই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস বাস্তবায়িত হলে কাজের সুবিধা হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের ফলে সরকারের প্রায় ছয় লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ছেচল্লিশ হাজার দু'শ ছিয়াত্তর জন উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বেন। এমনিতেই বেকারত্বের ভারে পীড়িত দেশে এ সংখ্যাটি আপত্তিজনক মনে হতে পারে। তবে কমিটির হিসাব অনুযায়ী এদের অন্তত বিয়াল্লিশ হাজার জনকে বিরাজমান শূন্য পদগুলোতে পুনর্বাসন সম্ভব। এই সঙ্গে যদি বার্ষিক অবসরযাত্রীদের সংখ্যা যোগ করা হয়, বেকারত্ব বাড়ার ভয় থাকে না। অন্যদিকে, এর ফলে বেতন-ভাতার দিক থেকেই একশ সাতচল্লিশ কোটি টাকার সাশ্রয় ঘটবে। আবাসন ও অন্যান্য পৌনঃপুনিক ব্যয় হিসাবে নিলে আর্থিক সাশ্রয়ের অঙ্ক এর দ্বিগুণ হবে। এদিকটিও তাই উপেক্ষাযোগ্য নয়।

প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনায় প্রশাসন ও বিচার বিভাগ আলাদা করা সংক্রান্ত সরকারী ভাবনার আলোকে একটি আলাদা সুপ্রীমকোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একটি বোর্ডের আওতায় গোটা দেশের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে একটি আলাদা অধিদফতর গঠনেরও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই এইসব সুপারিশ যুক্তিগ্রাহ্য প্রতীয়মান হয়। সরকার নিশ্চয়ই এই সুপারিশমালাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেবেন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের তাগিদ দীর্ঘদিনের। তবু এর সঙ্গে জড়িত জটিলতার জন্যে অতীতে এ ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে এই রিপোর্টের পর্যালোচনা হবে এবং সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা গৃহীত হবে বলে আমরা আশা করি। স্বচ্ছ ও সুন্দর প্রশাসন গড়ে তোলা সংক্রান্ত বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করতে হলে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে হাত দিতেই হবে। কমিটি প্রণীত রিপোর্ট এবং সুপারিশমালা এদিক থেকে সরকারের কাজে আসবে বলেই আমাদের ধারণা। প্রায় তিন বছরের পরিশ্রমে এই রিপোর্টটি তৈরি করা উপলক্ষে কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ধন্যবাদ।